দৈনিক ইনকিলাব

028

তারিখ 19 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

লোহাগাড়া

।। সংবাদদাতা ।।

চট্টগ্রাম জেলার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত লোহাগাড়া উপজেলা। এই উপজেলার উত্তরে সাতকানিয়া উপজেলা। পশ্চিমে সাতকানিয়া ও বাঁশখালী উপজেলা। দক্ষিণে চকরিয়া উপজেলা ও বান্দরবন জেলা। পূর্বে বান্দরবন জেলা।

৯টি ইউনিয়ন নিয়ে ঘটিত এই উপজলার আয়তন ১০২ বর্গমাইল। জমির পরিমাণ ৬৫,৩৫০ একর। আবাদী জমি ২৭,৮৭৪ একর। বনাঞ্চল ২৭,১৬১ একর। অনাবাদী ৫,৫১০ একর।

লোক সংখ্যা (১৯৮০ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী) পুরুষ ৮৫,৭১১ জন। মহিলা ৯০,৩১৯ জন। শিক্ষিতের হার ৩৫%। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬০টি। বেসরকারী ৬টি। উচ্চ বিদ্যালয় (বালক) ১২টি, (বালিকা) ১টি। মহাবিদ্যালয় ২টি। এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৫৫টি। জুনিয়র মাদ্রাসা ৯টি। সিনিয়র মাদ্রাসা ৭টি। আলিয়া মাদ্রাসা ২টি। মসজিদ ৩৯৫টি। মন্দির ২৭টি। বৌদ্ধবিহার ১৮টি। দাতব্য চিকিৎসালয় ২টি। পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১টি। বেসরকারী হেমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ১টি।

অবিভক্ত সাতকানিয়া থানার একাংশকে লোহাগাড়া থানা করা হয়। এবং পরবর্তীতে উপজেলায় উন্নীত করা হয়।

এই উপজেলার সমস্যা অনেক। সবচেয়ে বড় সমস্যা চিকিৎসা। এখানে কোন পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। এছাড়াও পুরো উপজেলায় রয়েছে মাত্র ২টি দাতব্য চিকিৎসালয়।

শিক্ষা সমস্যাও এই উপজেলায় প্রকট। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা শোচনীয়। এইগুলোর যেমন সংস্কারের প্রয়োজন, তেমনি আসবাবপত্রের সমস্যাও রয়েছে। এছাড়াও এই উপজেলায় কোন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই। এলাকার শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় কক্সবাজার সড়কের পাশে মনোরম পরিবেশে বারো আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে এ কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। অবিলম্বে কলেজটি সরকারীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। এই উপজেলায় পীর আউলিয়া ও আলেম উলামা বেশী। সার্বিকভাবে মাদ্রাসাও রয়েছে। এই সব মাদ্রাসাগুলোর ৬০% শিক্ষক বেতন ছাড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন, আসবাবপত্র, শিক্ষক বেতন সম্পূর্ণভাবে এলাকার জনসাধারণ বহন করে। তবে শিক্ষকদের ৪০% বেতন অধিকাংশ মাদ্রাসা দিতে অক্ষম। এই সমস্ত শিক্ষকরা সরকার প্রদত্ত ৬০% বেতনের উপর সন্তুষ্ট থেকে তাদের দায়িত্বের ষোলআনা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ী চট্টলা বান্দরবন পাহাড় থেকে নেমে আসা ডলু, লঙ্কাবতী, হাঙ্গর খাল এই উপজেলাকে উর্বর করে তুলেছে। এখানে–ধান, গমসহ প্রচুর তরিতকারি উৎপন্ন হয়। এছাড়া ২৭,১৬১ একর বনাঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয় প্রচুর বনজ দ্রব্য। এই উপজেলার খালগুলোর উৎসস্থলে কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করতে পারলে কৃষি ফসলের উৎপাদন আরও বেড়ে যাবে।

প্রাকৃতির সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন লোহাগাড়া উপজেলা পাহাড়ী চট্টলার পাদদেশে অবস্থান নিয়ে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের বৃহত্তর ১৯ দিনব্যাপী সীরাতন্নবী (দঃ) মাহফিল। যেখানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানুষ ছাড়াও রাষ্ট্র প্রধানরাও যোগদান করে থাকেন।